প্রথমে ব্যালাড ও গীতিকার সাদৃশ্যের কথায় আসা যেতে পারে। ব্যালাড ও গীতিকা উভয়-ই কাহিনি নির্ভর লোকগীতি। ব্যালাড ও গীতিকায় নাটকীয় ধর্ম (dramatic situation) রক্ষিত আছে। ব্যালাড ও গীতিকা উভয়-ই মৌখিক ঐতিহ্যনির্ভর (traditional) । দুই-ই এককসৃষ্ট এবং সমষ্টিগত পুনঃসৃষ্ট (re-creation)।

ব্যালাড ও গীতিকার বৈসাদৃশ্য প্রসঙ্গে বলা যায়—ব্যালাড-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সংক্ষিপ্ততা কিন্তু বাংলা গীতিকা আয়তনে দীর্ঘায়িত। ব্যালাডের 'single episode'-এর প্রবণতা কাহিনিকে দৃঢ়সংবদ্ধ করেছে; অন্যদিকে গীতিকায় শাখা কাহিনির সমাবেশ থাকায় ঘটনাধারা শিথিল। পাঁচালি বা মঙ্গলকাব্যের মতো 'বন্দনাংশ'ও এতে বিরলদৃষ্ট নয়। এ কারণেই ব্যালাডের নাটকীয়তা গীতিকায় অনুপস্থিত।

ভারতীয় গীতিকা মূলত বর্ণনাপ্রধান এবং ব্যালাড ঘটনা প্রধান। ভারতীয় গীতিকা এপিকধর্মী হওয়ায় কাহিনি গৌণ হয়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুমান,—ভারতীয় গীতিকা উদ্ভবকালে হয়ত ঘটনাপ্রধান ছিল, কালক্রমে তা বর্ণনাসমূহ সংযোজিত হয়েছে।[২২]

বাংলা গীতিকায় যে ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা বৈচিত্র্য প্রকাশের অবকাশ কম। ইংরেজি Ballad, stanza-য় বিভক্ত কিন্তু বাংলা গীতিকা flat এবং বিবর্তনশীল দীর্ঘসূত্র বর্ণনার প্রাধান্যে ভারী।

বাংলা গীতিকার তুলনায় পাশ্চাত্য ব্যালাড বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ও রোমহর্ষক। বাংলা গীতিকায় বিষয়-বৈচিত্র্য তুলনামূলকভাবে কম। বাংলা গীতিকার কাহিনি প্রেম-বিরহ-মিলনকেন্দ্রিক বা চৌর্যবৃত্তি, বিশ্বাসঘাতকতা মূলক। অস্বাভাবিক ঘটনা পরিণতিতে যে কী ট্রাজেডি সৃষ্টি হতে পারে, অধিকাংশ ব্যালাডের মূল লক্ষ্য সেটাই। বাংলা গীতিকায় এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত।

বাংলা গীতিকাগুলি ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত, তাই অলৌকিকতা একে ভারাক্রান্ত করতে পারেনি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় প্রভাব ব্যতীত আর একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো স্থূলত্ব। বলাই বাহুল্য, আমাদের গীতিকাগুলি স্থূলত্ব মুক্ত। বাংলা গীতিকায় পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।[২৩]

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত গীতিকাকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা—নাথগীতিকা, ময়মনসিংহ-গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং পশ্চিমবঙ্গের গীতিকা। গীতিকাগুলির মধ্যে নাথগীতিকাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

নাথগীতিকা দুটি শাখায় বিভক্ত, যথা—গোরক্ষনাথ বা গোর্খনাথ বৃত্ত এবং ময়নামতী গোপিচন্দ্রের বৃত্ত। গোর্খনাথের কাহিনি গোর্খবিজয়, গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন ইত্যাদি নামে পরিচিত। দ্বিতীয় কাহিনিটি মানিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ইত্যাদি নামে পরিচিত। নাথ গীতিকার কবিরা হলেন—ভবানীদাস, সুকুর মামুদ, শেখ ফয়জুল্লা, দুলর্ভ মল্লিক প্রমুখ।

স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন, রংপুর অঞ্চল থেকে গোপীচন্দ্রের গান সংগ্রহ করেন এবং ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে শিবচন্দ্র শীলের সম্পাদনায় দুর্লভ মল্লিক বিরচিত 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' প্রকাশিত